বিষয় : অহংকার

শাইখ আবদুল মোহসেন মুহাম্মাদ আল কাসেম

তারিখ: ১-৭-১৪২৪ হিজরী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য , আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য ও মাগফেরাত কামনা করছি । আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

হে আল্লাহর বান্দাহগণ ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর। জেনে রাখ প্রবৃত্তির বিরোধিতাই মূলত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। পক্ষান্তরে হেদায়াতের বিরূদ্ধাচরন করা হতভাগ্যতার নামান্তর।

হে মুসলমানগণ ! বনি আদমের পরিশুদ্ধি তার ঈমান এবং নেক আমলের মধ্যে নিহিত আর আত্মার পুরশুদ্ধি নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। অন্তরের কাজসমূহ সাওয়াব ও শাস্তির দিক থেকে দৈহিক কাজ সমূহের মতই। এ কারনেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর সুসম্পর্ক , শত্রুতা , আল্লাহর উপর ভরসা এবং নেক কাজে দৃঢ় সংকল্প হওয়া সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে অহংকার হিংসা বিদ্বেষ ,প্রদর্শনেচ্ছা আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি পাপ বা শাস্তির কাজ। আল্লাহর বান্দাহ যখনই আল্লাহর গোলামীবৃদ্ধি করে এবং বিনয়াবনত হয় তখনই সে আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করে এবং নিকটবর্তি হয়ে যায়। নিন্দিত ও খারাপ চরিত্র সমূহের মূল হচ্ছে অহংকার ও বড়াই। ইবলিস শয়তান অহংকারের চরিত্রে বিশেষিত ছিল ফলে সে আদমকে হিংসা করে এবং তার উপর অহংকার করে আর তার প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ বলেন ," আর যখন আমরা বললাম ফেরেশতাদেরকে তোমরা আদমকে সেজদাহ কর , তখন তারা সেজদাহ করল ইবলিস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল , অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হল।"[সুরা আল বাকারাহ-৩৪]

অহংকারের কারনেই ইয়াহুদি সম্পদায় যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখে তাঁর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে জেনে ঈমান গ্রহন থেকে পিছিয়ে থাকে। এ অহংকারই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কে ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ কারণেই

আবু জাহল ইসলাম কবূল করা হতে বিরত থাকে। কুরাইশ সম্প্রদায় ভ্রষ্টতা ও অন্ধত্বকে হেদায়াতের মোকাবেলায় গ্রহণ করে তাই আল্লাহ তাআলা বলেন," নি:সন্দেহে যখনই তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই তখন তারা অহংকার করে থাকে।"[সূরা আস সাফ্ফাত-৩৭] এ জন্যই সুলাইমান (আঃ) বিলকিস ও তার সম্প্রদায়কে বড়াই ত্যাগ করে আনুগত্য মেনে নিতে আহবান করেছেন। আমার উপর বড় হওয়ার চেষ্টা করোনা , মুসলমান হয়ে আমার কাছে আস।

অহংকারই মূলত সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা, বিবেদ, ঝগড়া ফাসাদ মতানৈক্য ও হিংসা বিদ্বেষের কারণ। মহিয়ান আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈল সম্পর্কে বলেন," তারা পরস্পরের মাঝে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান আসার পরও মতবিরোধ করেছে।" [সূরা] এ কারণেই নবীদের সাথে বনি ইসরাঈল মিথ্যা হত্যা সহ নানা প্রকার দুরাচরণ করতে দ্বিধা করেনি। " যখনই কোন রাসূল যা তোমরা পছন্দ করনা তা নিয়ে তোমাদের কাছে আসত তখনই তোমরা অংকার করতে আর তাদের একদলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এবং অপর দলকে হত্যা করতে।"[সূরা আল বাকারাহ-৮৭]

অহংকার মুনাফিকদের বৈশিষ্টের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন," যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আস, রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়,আর আপনি তাদের দেখতে পাবেন তারা অহংকার বশত: বিমুখ হয়ে যাচ্ছে।" [সূরা আল মুনাফিকূন-৫]

এ চরিত্রে বিশেষিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী জাতি সমূহকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন। নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন," আর তারা নিজেদের বস্ত্র দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করে নেয়,বাড়াবাড়ি করতে থাকে এবং অতিশয় অহংকার করে বসে।" [সূরা নূহ-৭] ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেন," আর সে এবং তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করে বসে, এবং তারা ধারণা করে যে, তারা আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে না, ফলে আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখুন যালেমদের পরিণতি কেমন ছিল?" [সূরা]হুদ (আ:) এর সম্প্রদায় আদ জাতি

সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ,"আর আদ জাতি অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছে এবং বলেছে , আমাদের চেয়ে শক্তিধর কে রয়েছে ? তারা কি চিন্তাকরে দেখেনি নিশ্চয়ই আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে শক্তিশালী ? আর তারা আমাদের আয়াত সমূহকে অস্বিকার করত ফলে আমরা তাদের উপর প্রচন্ড ঝড় অশুভদিন গুলোতে যাতে করে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার শাস্তি তাদরেকে আস্বাদন করাতে পারি আর পরকালের শাস্তিত অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং কোন সাহায্য করা হবে না। [সুরা ফুসুসিলাত - ১৫,১৬]

প্রকৃত পক্ষে আহংকারীরা হচ্ছে নবী এবং নবীর অনুসারীদের দুশমন। আল্লাহ তা'লা বলেন ," তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা অহংকার করেছেল তারা বলল , হে শোআইব আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার াসথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের গ্রাম থেকে বের করে দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তণ করবে" [সুরা আল আরাফ -৮৮]

এ কারনেই মুসা (আ:) তাঁর সম্প্রদায়ের আহংকারীদের কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেন। "আর মুসা বলল , আমি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় নিচ্ছি সকল দাম্ভিক ব্যাক্তি হতে যে হিসাবের দিনের প্রতি ঈমান আনে না।" [সুরা] আহংকারী মূলত নিজের প্রবৃত্তি পুজারী হয়ে থাকে ফলে সে সবসময় নিজের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েদেখে আর অন্যের দিকে অপরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে। প্রবৃত্তি যা চায় তা গ্রহন করে এজন্য আল্লাহ তা'লা অহংকারীর অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। " নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল দাম্ভিক অহংকারীকে ভালবাসেননা।"[সুরা] আহংকারী উপরদেশ ও নসিহত গ্রহন থেকে দুরে সরে থাকে আল্লাহ বলেন ,"অচিরেই আমার নিদর্শণ থেকে ফিরিয়ে দেব তাদেরকে যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে থাকে ।"[সুরা] অহংকারী কখনো কখনো বাতিলের অনুসরণের মাধ্যমে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। দুনিআতে সে শাস্তির সম্মুখিন হয় । অহংকারের কারনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় এক ব্যক্তির হাত অবশ হয়ে যায়। সালমা ইবনে আকওয়া (রা:) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে এক ব্যক্তি বামহাতে খেল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লক্ষ্য করে বললেন , ডান হতে খাও,সে বলল আমি পারি না। তিনি বললেন , না তুমি পারতে ।

অহংকারই শুধু তোমাকে বারন করেছে। বর্ণনা কারী বলেন সে তার হাত মুখ পর্যন্ত আর উঠাতে পারে নি । ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অহংকারীকে নিয়ে পৃথিবী তলিয়ে গিয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন ," এক ব্যক্তি তার সুন্দর পোষাকে চলাফেরা করছিল আত্মতৃপ্তি ও দাম্ভিক্ব অনুভব করছিল, তার মাথার চুল সুন্দরভাবে আচড়ানো চলাফেরায় আহংকার ও দাম্ভিক্বের বহি:প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তখন আল্লাহ তা'লা তাকে সহ পৃথিবীকে ধ্বসিয়ে দিলেন, এভাবে সে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে ধ্বসতে থাকবে।" বুখারী ও মুসলিম। আখোরে তাদের সাথে অহংকারের বিপরীত ব্যাবহার করা হবে। যে দুনিয়াতে মানুষের উপর বড়াই ও অহংকার করেছে আখেরাতে মানুষ তাকে তাদের পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন," যালিম ও দাম্ভিকদেরকে কিয়ামতের দিন অণুর আকৃতিতে ক্ষুদ্র করে হাশর করানো হবে। মানুষ তাদেরকে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে।" তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। নাওয়াওদরুল উসূলে এসেছে, যে দুনিয়াতে যত বেশী অহংকারী হবে আখেরাতে সে তত বেশী ছোট কায়া বিশিষ্ট হবে আর এর উপর ভিত্তি করে যে যত বেশী আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত হবে সে সৃষ্টির উপর তত বেশী সম্মান ও মর্যাদা জনক গঠন লাভ করবে। যার অন্তরের মধ্যে সামান্য পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,**"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"** বুখারী। আর জাহান্নাম হবে তাদের আবাসস্থল আল্লাহ তাআলা বলেন," আর জান্নামেই কি অহংকারীদের জন্য আবাস স্থল নয়?" [সূরা আয যুমার-৬০] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন," তোমাদেরকে কি জাহান্নামের অধিবাসীদের ব্যাপারে খবর দিব না? প্রত্যেক সীমা লংঘন কারী, অশ্লীল ভাষী ও অহংকারী।" বুখারী ও মুসলিম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন," জান্নাত এবং জাহান্নাম পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলো জাহান্নাম বলল, আমার মাঝে রয়েছে অত্যাচারী ও অহংকারীগণ আর জান্নাত বলল, আমার মাঝে রয়েছে দুর্বল ও মিসকীন মানুষগণ।" মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

হে মুসলমানগণ! অহংকার হচ্ছে রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

এ ব্যাপারে কারো ঝগড়া করার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্য নিজের জন্য দাবী করে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন," পরাক্রম আমার তহবন আর অহংকার আমার চাদর যে এ দু নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করে আমি তাকে শাস্তি দিব।" মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন একমাত্র অহংকারী। অহংকার শুধুমাত্র তার জন্যই সাজে। তাই তিনি স্বীয় স্বত্ত্বা সম্পর্কে বলেছেন, "পরাক্রমশালী,মহাক্ষমতাবান ও অহংকারী।"এ কারণেই ইসলাম তার জন্য এককভাবে অহংকার, মহত্ত বড়ত্বের অধিকার সাব্যস্ত করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে এমন সব পথ ও দিক ইসলামে হারাম করা হয়েছে। ফলে পুরুষের জন্য স্বর্ণও রেশমি কাপড় ব্যবহার করা হারাম করে দেয়া হয়েছে কেননা এতে অহংকার ও দাম্ভিক্যের হাতছানি রয়েছে। এ কারণেই যে ব্যক্তি তার তহবন বা লুঙ্গি টাখনুর নিছে পরে তাকে কঠোরভাবে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন দল লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না , উপরন্তু তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি " এ কথা তিনি তিন বার বললেন, আবু যর (রাঃ) বললেন, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো , তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)? তিনি ফরমাইলেন, টাখনুর নিছে কাপড় পরিধান কারী, ভালো কাজ করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে যে তার পণ্য বিক্রির প্রচলন করে।" ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

এ কারণেই মুখ বাঁকা করা, অন্যদের প্রতি বিমুখ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্য ব্যতীত অহংকারের সাথে হেলে দুলে চলাফেরা করাকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন," তুমি তোমার মুখ মানুষের উদ্দেশ্যে বাঁকা করো না আর যমীনে উদ্ধতভাবে চলা ফেরা করো না।"[সূরা লুকমান-১৮]

এ কারণেই কথাবার্তার ক্ষেত্রে ইনিয়ে বিনিয়ে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমাহতে সবচেয়ে দুরবর্তি সে ব্যক্তি হবে যারা অধিক কথা বলে

ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে এবং অহংকারেরভাব নিয়ে কথা বলে" ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং অহংকার ও বড়াইয়ের চাদর নিজে থেকে খুলে নাও কেননা এ দুটি তোমার জন্য নয় স্রষ্টার জন্য আর বিনয় নম্রতার চাদর পরে নাও এটি তোমার জন্য। মনে রেখো যে অন্তরে সামান্য পরিমান অহংকার ঢুকেছে ততটুক পরমান বা তারচেয়ে বেশি তার বিবেক ধ্বংশ করেছে। অহংকারের মুল হচ্ছে প্রতিপালক সম্পর্কে এমনকি নিজের সম্পর্কে অজ্ঞতা। কেননা কেউ যদি আল্লাহর গুনাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করত এবং নিজের দুর্বলতা ও ভুলত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারত তাহলে সে অহংকার করতে পারত না। সুফিয়ান ইবনে উইয়ানা (র:) বলেন , যার পাপ অহংকারের সাথে সম্পৃক্ত তার উপর ধ্বংশের ভয় কর কেননা ইবলিস অহংকার করে পাপ করেছিল ফলে অভিশপ্ত হয়েছিল। সুতরাং যার অন্তরে অহংকার প্রবেশ করে আযাব অবশ্যই তার উপর আসবেই। যে অহংকারের দরজা নিজের জন্য খুলে দিল সে হরেকরকম অনিষ্ট ও পাপকর্মের দরজা নিজের জন্য খুলেদিল পক্ষান্তরে যে এই দরজা বন্ধ করতে পারল সে অসংখ্য কল্যাণের পথ নিজের জন্য খুলে দিল। এ কারণেই ঈমানের পরিপন্থি অহংকারের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। আল্লাহ তা'লা বলেন ,"যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে অচীরেই তারা জাহান্নামে লাঞ্ছিতভাবে প্রবেশ করবে।"[সুরা গাফের -৬০]

একপ্রকারের অহংকার হচ্ছে যা ইমানের পরিপন্থী,অহংকারীকে সত্যকে অস্বীকার করতে এমনকি মানুষদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে উদ্বুদ্ধ করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন," যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তারা জিজ্ঞেস করলেন,হে আল্লাহর রাসূল! একজন লোক পছন্দ করে তার জামা কাপড় ও জুতা সুন্দর হোক তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন," অহংকার হচ্ছে হক বা সত্যকে অস্বীকার করা আর মানুষদেরকে তুচ্ছ করা।" মুসলিম বর্ণনা করেছেন। কারো উপর গর্ব করো না , জেনে রাখো তোমার এ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন," দুনিয়ার কোন কিছু এভাবে বেড়ে গেলে আল্লাহর উপর হক হচ্ছে তাকে পদানত করে দেয়া।" বুখারী।

বিনয়ের মাঝেই মূলত দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদা নিহিত। রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন," যে কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন।"- মুসলিম। তাইতো বিনয় নবী ও মর্যাদাবানদের চরিত্রের অন্যতম। মুসা (আঃ) দু'অবলা নারীর জন্য পাথর উঠিয়ে দিয়েছেন যাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল। দাউদ (আঃ) নিজ হাতের উপার্জন করে খেতেন। যাকারিয়া (আঃ) কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন। ইসা (আঃ) বলতেন, " আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে (আমি প্রেরিত) আর তিনি আমাকে অহংকারী ও হতভাগ্য করেন নি।"[সূরা মারইয়াম-৩২] সকল নবী ছাগল চরিয়েছেন। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন কোমল মনা,মুমিনদের প্রতি দয়ালু , তিনি মাসুষদের বোঝা বহন করতেন। নিস্ব মানুষের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করতেন। বিপদাপদে মানুষদেরকে সহায়তা দিতেন। গাধার উপর আরোহন করেছেনএবং তার পিছনে আরোহী নিয়েছেন। তিনি বালকদেরকে সালাম দিতেন। কারো সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমে তাকে সালাম দিতেন। কেউ তাঁকে দাওয়াত দিলে তিনি তা কবূল করে হাজির হতেন যদিও তা হাড্ডি জাতীয় সাধারণ খানা হয়। আয়েশা (রাঃ) কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে কি করতেন, উত্তরে তিনি বলেন,"ঘরে আসলে তিনি তার পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন আর যখন আযান হতো তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন। বুখারী বর্ণনা করেছেন।

বিনয় ভালোবাসা ও সুসম্পর্কের মাধ্যম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এরশাদ করেছেন," আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী রেছেন যাতে তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর এবং একে অপরের উপর বড়াই ও সীমালঙ্ঘন না করো।" - মুসলিম। বিনয়ী সদা সর্বদা আল্লাহর প্রতি অবনত ও মুখাপেক্ষী হয়, মানুষদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ পরবশ। কারো কাছে নিজের হক আছে বলে মনে করে না। বরং নিজের উপর অন্যের মর্যাদাকে বড় করে দেখে। এ চরিত্র মূলত আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকেই দিয়ে থাকেন।

হে মুসলমানগণ! এর পর কথা হচ্ছে, আল্লাহর হকের পর সবচেয়ে সম্মানজনক বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে মাতা পিতার সাথে বিনয় হওয়া। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদেরকে সম্মান, পাপকাজ ছাড়া তাদের নির্দেশ ও কথা মানা ও তাদের প্রতি অনুগত হওয়া, তাদের জন্য অধিক

পরিমাণে দোআ করা,কথা বার্তায় ও সম্বোধনে তাদের প্রতি কোমলতা ও সরলতা দেখানো ইত্যাদির মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন," দয়া ও বিনয়ের পার্শ্ব তাদের জন্য অবনত করে দাও এবং ,বলো, হে আমার রব! তাদেরকে অনুগ্রহ কর যেভাবে তারা আমায় ছোট বেলায় লালন পালন করেছে।" পক্ষান্তরে তাদের নির্দেশ অমান্য করা,তাদের উপর বড়াই করা, তাদের প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা না করে গড়ি মশি করা একপ্রকারের অহংকার ও উদ্ধত্য এবং তাদের অবাধ্যতার শামিল। এ ধরনের কাজে লিপ্তব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশের হুমকিপ্রাপ্ত।

সুতরাং দ্বীনের ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা গ্রহণ কর। কেউ যদি তোমাকে উপদেশ দেয় তা ভালোভাবে গ্রহণ কর, পাশাপাশি তার তকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ফুদাইল ইবনে ইয়াদ্ব (রহঃ) বলেন,"বিনয় হচ্ছে হক বা সত্যকে মেনে নেয়া এবং তার অনুসরণ করা।" এক লোক মালেক ইবনে মেগওয়াল (রহঃ) কে বলল,আল্লাহকে ভয় কর একথা শুনে তিনি তার পার্শ্বদেশকে যমীনে ফেলে দিলেন।

ছাত্র ও শিক্ষক উভয় একে অপরের প্রতি বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে হবে। হাদিস বিশারদদের ইমাম আবু মুসা আল মাদীনী (রহঃ) এত বিশাল মর্যাদা সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ছোট ছোট বালকদের তিনি টুলে বসে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

অসুস্থদের সাথে বিনয় হচ্ছে তাদের দেখা শুনা করা, তাদের বিপদাপদে সহযোগিতা করা, তাদেরকে সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপদেশ দেয়া,এবং ভাগ্য নির্ধারণের উপর ধৈর্য্য ধারণ করার নসিহত করা।

ফকীর মিসকীন ও নিঃস্ব লোকদের সাথে নরম ব্যবহার কর, তোমার সম্পদ হতে কিছু দিয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ কর, এবং তাদের প্রতি তোমার মর্যাদানুসারে বিনয়ী হও। বিশর ইবনে হারিস (রহঃ) বলেন," ফকীরের সাথে উঠাবসা করে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ধনী আমি আর কাউকে দেখিনি।" আল্লাহ তাআলা বলেন," এটাই পরকালের আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথীবীতে বড়াই ও বিপর্যয় করতে চায় না।" [সূরা আল কাসাস-৮৩]

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা'আলা বান্দার বিনয় ও নম্রতাকে ভালোবাসেন। মুসলমানদের প্রতি বিনয় হওয়া, তাদের সাথে কোমল

ব্যবহার করা, তাদের দেয়া দুঃখ কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করা মর্যাদা লাভের উপায়। আল্লাহ বলেন," মু'মিনদের জন্য তোমার পার্শ্বদেশকে অবনত করে দাও।" [সূরা]

এ সব কিছু করতে হবে তিলাওয়াতে কুরআন, উত্তম চরিত্র, নেক কাজ কষ্টদানকারী কাজ পরিহার এবং পরনিন্দা ও পরচর্চা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। তাইতো বিনয়ী যখন কাউকে দেখে মনে করে এব্যক্তি আমার চেয়ে উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন," সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে সে যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদাকে বড় করে দেখে না। সর্বাধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত সে ব্যক্তি যে নিজের অনুগ্রহকে বড় করে দেখে না। আর যখন আল্লাহ তোমার উপর কোন নেআমত দিয়ে থাকেন তা তুমি কৃতজ্ঞতা ও মুখাপেক্ষীতার সাথে বরণ কর।" আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক(রহঃ) বলেন ," বিনয়ের শীর্ষস্থান হচ্ছে তুমি নিজেকে দুনিয়ার নেআমতের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির স্থানে রাখবে যার মর্যাদা ও অবস্থান তোমার চেয়ে নিচে, যাতে তুমি তাকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হও যে, দুনিয়ার কারণে তার উপর তোমার কোন মর্যাদা নেই।"

www.alharamainonline.org

আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায় ও মাধ্যম

ফাদিলাতুশ শাইখ হুসাইন আল শাইখ

তারিখ: ৮-৭-১৪২৪ হিজরী।

মাসজিদে নববীর ইমাম ও খাতীব শাইখ হুসাইন বিন আবদুল আযীয আল শাইখ তাঁর জুম'আর খুৎবায় বলেন-

বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত কবে হবে? রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছ? বর্ণনা কারী বলেন, মনে হলো যেন লোকটি নিঃস্ব হয়ে গেল,অত:পর উত্তরে বলল, কিয়ামতের জন্য বড় ধরনের নামায রোযা ও সাদাকাহ প্রস্তুত করতে পারিনি তবে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসি । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন,তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমরা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ কথা শুনে যে খুশি হয়েছি এর চেয়ে বেশী খুশি কখনো হইনি।

সহীহ মুসলিমে আনাস ইবনে মালেক হতে এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে তিনি বলেন," আমি আল্লাহ ,তাঁর রাসূল, আবু বকর ও উমার সবাইকে ভালোবাসি আর আমি সাথী হবো এ আশা পোষণ করছি। যদিও আমি তাদের আমলের মত আমল করতে পারি না।"

এ ভালোবাসার মর্ম সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন," এ ভালোবাসা হচ্ছে এমন স্তর ও মর্যাদা যা লাভ করার জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে থাকে। আমলকারীগণ যে লক্ষ্য পানে এগিয়ে যায়। অগ্রসর বান্দাহগণ যার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ প্রয়াস চালায়।আল্লাহর ভালোবাসায় মগ্ন ব্যক্তিরা যার জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন করে থাকে। যার স্নিগ্ধ শীতল প্রবাহে আল্লাহর বান্দাহরা প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

যা হচ্ছে অন্তর বেঁচে থাকার একমাত্র আহার, মানবাত্মার অন্যতম খাদ্য, ও চক্ষু শীতলকারী নয়নাকর্ষণ। তা হচ্ছে এমন জীবন যে ব্যক্তি এ জীবন হতে বঞ্চিত হলো সে মূলত মৃতদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমন নূর বা অলোকবর্তিকা যে ব্যক্তি তা হরাল সে মূলত নিকষ অন্ধকারে নিজেকে নিমজ্জিত করল। আর তা হচ্ছে এমন আরোগ্য বা সুস্থতা যার অনুপস্থিতিতে মানুষের অন্তরে সকল প্রকার রোগ ব্যাধী প্রবেশ করে থাকে। এমন স্বাদ ও

উপভোগ্য বস্তু যার তা লাভ করার সৌভাগ্য হয়নি সে প্রকৃত হতভাগ্য এবং তার গোটা জীবনটা দুশ্চিন্তা ও দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ। আল্লাহর কসম করে বলছি যারা এ ভালোবাসা লাভ করতে পেরেছে তারাই মূলত দুনিয়া ও আখেরাতের সকল মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে যেতে পেরেছে; কেননা তারা তাদের সুপ্রিয় সত্ত্বার সাহচর্যের সবচেয়ে বেশী অংশ লাভ করতে পেরেছে।"

মুসলিম ভাইসব! এ ভালোবাসা স্তরে পৌছতে হলে এবং এর সকল প্রকার সফলতা লাভ করতে হলে অনেক গুলো উপায় ও মাধ্যম আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। এ উপায় গুলোর মূলনীতি সমূহ নিম্নে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, অর্থসহ বুঝে শুনে উপলব্ধির মাধ্যমে প্রবিত্র কুরআন পাঠ করা। কুরআনে কারীমের নিগূঢ় রহস্য প্রজ্ঞা সম্পর্কে বুঝা ও উপলব্ধি করা । এ কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের জনৈক ব্যক্তি সূরা ইখলাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি সর্বদা নামাযে সূরা ইখলাস আওড়াতেন,যখন তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল তিনি উত্তরে বললেন, কেননা এ সূরাটি দয়াময় আল্লাহর গুনাবলী তাই আমি বার বার পাঠ করে থাকি এবং এটা পড়তে ভালোবাসি তখন রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন, তাকে সংবাদ দাও আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালো বাসেন। বুখারী বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ ফরয ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলে নিয়মিত অতিরিক্ত নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,"যে ব্যক্তি আমার কোনওলি বা বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করলাম। আমার বান্দার উপর আমি যা ফরয করেছি বান্দাহ আমার নৈকট্য লাভ করার জন্য তা আমার কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয়। আমার বান্দাহ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে শুনে, আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাতে পরিণত হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে ধরে, এবং আমি তার পা হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিয়ে থাকি। আর আমার কাছে যদি সে আশ্রয় কামনা করে আমি তাকে আশ্রয় দেই।" বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় মূলনীতিঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণকে সার্বক্ষণিক করা। মুখ, অন্তর ও কাজের মাধ্যমে যিকর বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন,"তোমরা আমাকে স্মরণকর আমি তোমাদের স্মরণ করব।" [সূরা আলবাকারহ-২৫২] রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন," আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন,"আমি আমার বান্দার সাথে থাকি যতক্ষণ বান্দাহ আমাকে স্মরণ করে থাকে এবং তার দু'ঠোট নাড়াতে থাকে।"ইমাম ইবনে মাজাহ্‌ সহীহ্‌ সনদে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও এরশাদ করেন," মুফাররিদুনরা অগ্রগামী হয়ে গেছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুফাররিদুন কারা ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন , তারা সে সব নর ও নারী যারা অধিকপরিমানে আল্লাহকে স্বরণ করে। " মুসলিম।

চতুর্থ মূলনীতি : আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসুলের ভালবাসাকে প্রবৃত্তির তাড়নার সামনে নাফসের সকল ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া এতে বান্দাহ্‌ বিপদ মুসিবত যতই কঠিন ও বড় হোক না কেন আল্লার সন্তুষ্টিকে অন্যসবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ইমাম ইবনে কাইয়্যম (র:) বলেন , আল্লাহ্‌ সন্তুষ্টি অন্যকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে যেসব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে তা করার ইচ্ছা পোষণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা যদিও তা সৃষ্টিকে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে হয়। এটা হচ্ছে দারাজাতুল ঈসার বা অগ্রাধিকার দেয়ার স্তর এর সর্বোচ্চ পর্যায় মূলত নবী ও রাসূলদের জন্য।। তিনটি কাজের মাধ্যমে এ স্তর লাভ করা সম্ভব।

১. নাফসের সকল কামনা বাসনার দমন করা

২. প্রবৃত্তির সার্বক্ষণিক বিরোধিতা

৩. শয়তান এবং তার বন্ধুদের সাথে জিহাদকরা।

পঞ্চম মূলনীতি: আল্লাহর নাম ও গুনাবলী সমূহ অন্তরে উপলব্ধি ও চর্চা করা। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে তাঁর নাম , গুনাবলী ও কাজের মাধ্যমে চিনতে পারল সে মূলত: আল্লাহ্‌ তা'লার প্রকৃত মারেফাত বা পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হল। আর তা হতে হবে কুরআন ও হাদীস এ দু'ওহীর মাধ্যমে প্রমাণিত,কোন প্রকার পরিবর্তন,পরিবর্ধন, উপমা,উদাহরণ বিবরণ, ব্যখ্যা ও বিয়োজন ব্যতীরেকে। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন ,"আল্লাহর সুন্দরতম নাম সমূহ রয়েছে তার মাধ্যমে তাঁকে তোমরা ডাক।" [সুরা আল আরাফ -১৮০]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিসের মাধ্যে এরশঅদ করেছেন ,"আল্লাহ তা'লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে তা সংরক্ষণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।"বুখারী।

ষষ্ঠ মূলনীতি: আল্লাহর অনুগ্রহ দয়া ও বদান্যতার প্রতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দেয়া এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল নেআমত ও করুণা সম্পর্কে উপলব্ধি করে তার পরিচয় লাভ করা। কেননা এ সব কিছু আল্লাহর ভালোবাসার দিকে মানুষদেরকে পরিচালিত করে। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ, তার করুণা,দয়া ও অনুকম্পনা এমন মৌলিক কিছু ভাব ও অনুভূতি যা মানুষের সকল অনুভূতি ও আবেগকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে মানুষ সর্বদা যে তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করে থাকে তার প্রতি মানসিক ভাবে দুর্বল থাকে এবং তার ভালোবাসা সদা তার অন্তরে জাগ্রত থাকে। অথচ এ কথা স্বীকৃত যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন দয়াশীল-হকারী নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ভালোবাসাপাত্র একান্ত প্রিয়ভাজন কেউ নেই। তিনি ছাড়া আর কেউ প্রকৃত ভালোবাসা অধিকারী নেই।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অনুগ্রহের দাস বা পুজারী। আর সে যখন বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া তার প্রতি প্রকৃত অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই তখন সে আল্লাহর ভালোবাসার দিকে ধাবিত হতে থাকে। আর মানুষের উপর আল্লাহর ইহসান বা দয়া হচ্ছে অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন," তোমরা যদি আল্লাহর নিআমত গণনা করতে থাক তোমরা তা গণনা করে শেষ করতে পরবে না, নিশ্চয় মানুষ অন্যায়কারী ও অকৃতজ্ঞ।" [সূরা ইবরাহীম-৩৪]

এ সময় কৃতজ্ঞতা ও শোকর গুজার হওয়ার প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। স্বীয় কথা কাজ ও অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহর শোকর আদায় করার চেষ্টা অপরিহার্য হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন," যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় কর অবশ্যই আমি তোমাদের আরও বৃদ্ধি করে দিব।" [সূরা ইবরাহীম- ৭] রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন," মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক, কেননা তার সকল ব্যাপরই উত্তম ও কল্যাণকর। আর এটা শুধু মুমিনের জন্য অন্য কারো জন্য নয়। যখন কোন সন্তোষজনক বিষয় তাকে পেয়ে বসে তখন সে শুকরিয়া আদায় করে থাকে আর এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যখন কোন অনিষ্টকর বিষয় তাকে পেয়ে বসে সে এতে ধৈর্যধারণ করে থাকে তখন তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও এরশঅদ করেন ,"আল্লাহ তা'লা বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন বান্দাহ কোন খানা খায়

তারপর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কোন পাণিয় পান করে এতে আল্লাহর প্রশংসা করে" -ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম মূলনীতি: আর এ মূলনীতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তা হচ্ছে আল্লাহ তা'লার সামনে পরিপূর্ণ রূপে অক্ষমতা ও অন্তরের আকুতি তুলেধরা আর আল্লাহর মহত্বের সামনে কথা , তাজ , অন্তর ও তণুমনে ভীতবিহ্বল হয়ে বিনআবনত হওয়া। আল্লাহ তা'লা বেলন ,"মুমিনগন সফলকাম হয়েছে যারা তাদের নামাযের মধ্যে ভীতবিহ্বল।"[সুরা আল মুমিনুন -১,২] আল্লাহ তা'লা তাঁর উত্তম বান্দাহদের সম্পর্কে বলেন ,"নিশ্চয়ই তারা ভালকাজসমূহের পতিযোগিতা করে এবং আমাদের আহ্বান করে আবেগ আপ্লুতভাবে ভীতবিহ্বল হয়ে।"[সুরা আল আম্বিয়া -৯০]

অষ্টম মূলনীতি: আল্লাহ তা'লা দুনিআর আকাশে অবতরনের সময়ের প্রতি অপেক্ষা করা তাঁর মুনাজাত করার জন্য তাঁর কালাম তেলাওয়াত ও ইবাদতের প্রকৃত স্বদ আস্বাদন করার নিমিত্তে। আল্লাহ তা'লা তাঁর মনোনিত একদল মানুষ সম্পর্কে বলেন , "বিছানা থেকে তাদের পাশ্বদেশ দুরে সরে যায় তারা ভীত বিহ্বল ও আশাবাদের সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকতে থাকে আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে থাকে।"[সুরা আস সাজদাহ -১৬]

মূলত রাত্রের এ দলই হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসার আহাল বা প্রকৃত অধিকারী। আল্লাহ তা'লার সামনে রাত্র জাগরণই মূলত তাঁর ভালবাসা লাভের সকল উপায় ও মাধ্যম তাদের জন্য একত্রিত করে দেয়। এ কারণেই আসমানের আমানতদার জিবরীল (আ:) পৃথিবীর আমানতদার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে এ কথা বলা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ,"হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জেনে রাখুন মুমীনের মর্যাদা হাচ্ছে তার রাত্র জাগরনের মাঝে আর তার সম্মান ও পরাক্রম হচ্ছে অন্য মানুষের কাছ হতে অমুখাপেক্ষীতার মাঝে"-সহীহ হাদিস। হাসান বসরি (র:) বলেন ,"রাত্রে নামাযের চেয়ে কোন ইবাদতকে আমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ পাইনি।" তাকে জিজ্ঞেস করা হল তাহাজ্জুদ গুজার লোকদের কি অবস্থা ? কেন মানুষের মাঝে তাদের চেহারা এত উজ্জল হয়ে উঠে ? তিনি উত্তর দিলেন , কেননা তারা দয়াময় রহমানের সাথে নির্জনতা লাভ করে ফলে তিনি তাদেরকে তাঁর নূর থেকে উজ্জ্বল্য দিয়ে থাকেন।

নবম মূলনীতি: সৎকর্মশীলদের প্রতি ভালবাসা , তাদরে সাথে উঠা বসা ও তাদের নৈকট্য লাভ করা । রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ

করেন ,"আল্লাহ তা'লা বলেছেন ,"আমার ভালবাসা তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে যারা পরস্পর আমার উদ্দেশ্যে ভালবাসে , উঠাবসা করে ও সাক্ষাৎ করে।" শেখ আলবানী হাদিসটি সহীহ বলেছেন। রাসূল আরও এরশাদ করেন ,"ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করা।" সহীহ হাদীস।

দশম মূলনীতি: ঐ সব কাজ হতে দূরে সরে থাকা যা মহিয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাআলা ও মানুষের অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। আর এটা সম্ভব হবে সকল প্রকার পাপাচার, হারাম ও ধ্বংসকারী বিষয় হতে নিজেকে দূরে সরে রাখার মাধ্যমে। কেননা যখন অন্তর বিপর্যস্ত ও বিনষ্ট হয়ে যায় তখন দুনিয়ার কোন জিনিসের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার ফায়দা লাভ করতে সক্ষম হয় না। এর এ অন্তরের মাধ্যমে সে আখেরাতের জন্য কোন উপার্জন করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন," যে দিন কোন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি উপকার দিবে না সে ব্যক্তি ব্যতীত যে নিরাপদ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে এসেছে।"[সূরা আশ শোআরা-৯০]

হে মুসলমানগণ! বান্দাহ আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া এক বিশাল ও মহান মর্যাদার স্তর, এটা হচ্ছে মূলত আল্লাহর মহা অনুগ্রহ ও চিরস্থায়ী সফলতা এবং পবিত্র ও উত্তম জীবন লাভ। সুতরাং নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রদর্শিত সকল পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে এ ভালোবাসা পাওয়ার প্রচেষ্টা করা সকলের কর্তব্য। এর এর মোদ্দা কথা হচ্ছে সঠিক ঈমানের বাস্তবায়ন ও আল্লাহ ভীতি অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,"সাবধান! নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নাই, আর তারা দুশ্চিন্তাও করবে না।[সূরা ইউনুস-৬২]

সর্বশেষ জেনে রাখো আল্লাহর ভালবাসার দাবী হচ্ছে নবী মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম পেশকরা। সুতরাং রহমতের নবী , হেদায়াতের ঈমামের উপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম পেশ করতে অভ্যস্তহও।

www.alharamainonline.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিষয় : আমানত বা বিশ্বস্ততা

শাইখ আলী ইবনে আবদুর রাহমান আল হুদাইফি

তারিখ: ১৫-৭-১৪২৪ হিজরী।

সমস্ত প্রশংসা সর্বজ্ঞানী, মহা সহিষ্ণু, মহাধিপতি, অতিশয় পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাধিকারী, সার্বিক সংরক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অতীব মহিমান্বিত, প্রবল ক্ষমতাধর আল্লাহ তাআলার জন্য। তারা যা কিছুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে তিনি তা হতে পবিত্র। মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার আনুগত্যের জন্য তাই তাদের উপর তার আনুগত্যকে ফরয করে দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দাহ ও রাসূল, তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনয়ন করে তার উপর সুস্পষ্ট নূর অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁকে সঠিক সরল পথের হেদায়াত দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,**" আমরা আসমান সমূহ, যমীন ও পর্বতমালার উপর এ আমানত পেশ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং তা হতে শংকিত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করে নিল। নিশ্চয়ই সে অতিশয় যালিম ও অতীব অজ্ঞ। আর এটা এজন্য যে, যাতে আল্লাহ মুনাফিক নর ও নারী এবং মুশরিক নর ও নারী শাস্তি দিতে পারেন আর মুমিন নর ও নারীর তওবা গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"**[সূরা আল আহযাব-৭২,৭৩]

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এমন বিশাল ও ভারী বোঝা, দায়িত্ব ও মারাত্মক কাজ পেশ করেছেন যা থেকে তারা আশংকিত ও ভীত বিহ্বল হয়ে যায়, ফলে তারা এ আমানত বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহর আযাবের ভয় এ দায়িত্ব গ্রহণ থেকে তাদেরকে বারণ করে থাকে। অতঃপর এ আমানত আদম (আঃ) এর নিকট পেশ করা হয় তিনি তা গ্রহণ করেন ও বহন করেন, সুতরাং যে ব্যক্তি এ আমানতের ক্ষেত্রে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবে সে প্রকৃত পক্ষে মহা যালিম ও নিরেট অজ্ঞ লোক, আদম (আঃ) মূলত যালিম ও জাহিল ছিলেন না।

এ আমানতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,"আমানত দ্বারা এখানে ফারায়েদ বা অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ বুঝানো হয়েছে। এ গুলো পালন করলে তাদেরকে সাওয়াব দেয়া হবে পক্ষান্তরে এ গুলো পালন না করে

বিনষ্ট করলে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন। এটা জানার পর আল্লাহর অবাধ্য না হয়েই ভীত ও শংকিত হয়ে পড়ল। তাই তারা আল্লাহর দ্বীনের মহত্ব রক্ষা করার জন্য এটা বহন করতে অস্বীকৃতি জানাল। "

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন," বিভিন্ন তারকারাজি ও আলোকবর্তিকা দ্বারা সুসজ্জিত সাত আসমান ও মহা আরশের বহনকারীদেরকে বলা হল তোমরা কি আমানত ও এতে যা রয়েছে তা বহন করতে রাজী আছ? তারা জিজ্ঞেস করল, তারা বলল, না , আমরা বহন করতে পারব না। অতঃপর এ বিশাল ও শক্তিশালী সাত যমীনের নিকট এ আমানত পেশ করা হল। যমিনকে বলা হল , তুমি কি এ আমানত ও এতে যা রয়েছে বহন করবে ? যমিন জিজ্ঞেস করল এতে আবার কি রয়েছে? তাদের বলা হল এতে রয়েছে যাদি ভাল কর তাহলে প্রতিফল স্বরূপ সাওয়াব পাবে আর যদি খারাপ করে থাক তার শাস্তি পেতে হবে। যমিন উত্তর দিল না । আমি বহন করতে পারব না। অত:পর পর্বতমালার উপর পেশ করা হল। পর্বতমালাও তা আস্বীকার করল।

হে আল্লাহর বান্দাহগণ ! আয়াতে আমানত বলতে শরীয়তের সকল দায়িত্ব কে বুঝানো হেয়ছে। যা আল্লাহ এবং বান্দার হক সমূহকে শামিল করে। সুতং যে ব্যাক্তি তা যথাযথভাবে আদায় করতে পারল তার জন্য রয়েছে প্রতিদান ও সাওয়াব। পক্ষান্তরে যে এ আমানত বিনষ্ট করল সে শাস্তির উপযুক্ত হল।

ইমাম আহমাদ , বায়হাকী , ইবনে আবি হাতেম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ,"নামায আমানত , অযু আমানত , ওজন আমানত , পরিমাপ আমানত এভাবে তিনি অনেক জিনেস উল্লেখ করেন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গচ্ছিত বস্তু। আবু দারদা (রা:) বলেন ,"অপবিত্রতা থেকে গোসল করা আমানত। যে ব্যাক্তি পরিপূর্ণ আমানতের ভূষণে ভূষিত হল সে তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হল। আর যে আমানতের গুন হারিয়ে ফেলল সে তার দ্বীন হারিয়ে ফেলল বা পরিত্যাগ করল। ইমাম তবারানী ইবনে ওমর (রা:) হাদীসে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,"যার আমানত নেই তার ঈমান নেই"। ইমাম আহমাদ , বাযযার ও তবারনী আনাস (রা:) এর হাদীসে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ," যার আমানত নেই তার ঈমান নেই ,যার অঙ্গিতার নেই তার দ্বীন নেই।"

এই কারনেই আমানত নবী রাসূল ও আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদের গুনাবলীর অন্তর্গত। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে নুহ ,হুদ ও সালেহ (আ:)

সম্পর্কে বলেন ,"এরা সবাই সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এভাবে বলেছিল আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল বা দূত। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।" সুতরাং যখনই আমানত ত্রুটিপূর্ণ হবে ঈমান ও ত্রুটিপূর্ণ হবে। হুযইফা (রা:) এর হাদীসে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন , তিনি বলেন ,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ,"মানুষদের অন্তরের অন্তস্থলে আমানতকে নাযিল করা হয় অত:পর কুরআন অবতির্ণ হয় ফলে তারা কুরআন হতে শিক্ষা গ্রহন করে এবং সুন্নাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অতঃপর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে আমানত উঠিয়ে নেয়ার প্রসঙ্গটি আলোচনা করেন,তিনি এরশাদ করেন," একজন লোক হালকা ভাবে কিছুক্ষণ ঘুমাবে তখন তার অন্তর হতে আমানতকে উঠিয়ে নেয়া ফলে আমানতের ছাপ বা অবশিষ্ট অংশ তার অন্তরে হালকা দাগ বা চিহ্নের মত হয়ে বসে থাকবে। অতঃপর সে যখন আবার ঘুমাবে তার অন্তর হতে পূণরায় আমানতকে উঠিয়ে নেআ হবে ফলে আমানতের ছাপ তার অন্তরে হাতের ঠোসা মত হয়ে যাবে। যেমনিভাবে কোন জলন্ত অংগারকে পায়ের উপর ছেড়ে দিলে তুমি দেখবে তা পরে যেতে কিন্তু তাতে ঐ স্থান ফুলে যায় এবং তাতে আঘাতের চি তুমি লক্ষ্য কর অথচ এতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। অত:পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ছোট পাথর নিয়ে তা স্বীয় পায়ের উপর ছেরে দিলেন ফলে মানুষেরা পরস্পর লেন দেন ও বেচাকেনা শুরু করবে। তাদের মধ্যে একজনও এমন হবেনা যে তার নিকট আমানত আদায় করে থাকবে। বরং এভাবে বলা হবে যে অমুক অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। আর তাদের মধ্যথেকে একজন লোককে বলা হবে আশ্চর্যজনক বুদ্ধিমান , চালাক ও চতুর অথচ তার অন্তরের মাধ্যে এক শরিষা পরিমানও ঈমান অবশিষ্ট থাকবে না।" ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন -৬৪৯৭।

মোদ্দা কথা হচ্ছে কোন লোক যকন আমানতকে নষ্ট করার ইচ্ছা করবে দ্বীনের ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করার মাধ্যমে , আল্লাহর বান্দাহদের হক সমূহ খেয়ানত করার মাধ্যমে কখন ঐ ব্যক্তির অন্ত রথেকে আল্লাহ তা'লা আমানত উঠিয়ে নেআর মাধ্যমে তাকে শাস্তি দিবেন। অনর্থক কোন কারণ ছারা কারো অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হতে মহিয়ান আল্লাহ তা'লা পবিত্র। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন ,"যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দেন আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।" আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ থেকে

প্রতিয়মান হয় যে আমানতই হচ্ছে ঈমান। আর দ্বীন ও দ্বীনের অপরিহার্য কাজসমূহ হচ্ছে প্রকৃত আমানত। সুতরাং তাওহীদ হচ্ছে আমানত , সালাত ,যাকাত , সিয়াম ,হজ্জ , আত্মীয়তার সম্পর্ক , সৎকাজের আদেশ , অসৎ কাজ হেত নিষেধ , সম্পদ এ সব কিছু আমানত। চক্ষু আমানত সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজের দিকে তাকানোর চেষ্টা করো না। হাত আমানত , লজ্জা স্থান আমানত ,পেট আমানত সুতরাং হালাল ব্যতীত হারাম খেও না। সন্তান সন্ততি , স্ত্রী পরিজন আমানত এদের অধিকার বিনষ্ট করো না। নরীদের উপর স্বামীর অধিকার আমানত। বান্দার সকল প্রকার অধিকার আমানত । সুতরাং এতে ঘাটতি করো না। এজন্যই আল্লাহ তা'লা আমানত আদায় ও তার হক যথাযথভাবে পালনের জন্য বিশাল প্রতিফলের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন ,"আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গিকার রক্ষা করে তাদের নামায সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে তারাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যারা ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে তথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।"[সূরা আল মুমিনুন-৮]

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,"তোমরা ছয়টি জিনিসের জামিন হও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হব। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ ছয়টি কি আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন ,"ছালাত , যাকাত , আমানত, লজ্জাস্থান ,পেট ও জিহ্বা।"ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, হাফেয মুনযিরী বলেছেন সনদটিতে তেমন অসুবিদা নেই। হাদীসে আরও এসেছে সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দ্বীন হতে যা হারাবে তা হচ্ছে আমানত। আর সর্বশেষ তোমরা তোমাদের দ্বীন হতে যা হারাবে তা হচ্ছে সালাত।" সুতরাং আমানাতের ক্ষেত্রে অবহেলা ও ঢিলেমি এবং দ্বীনের ওয়াজিব বিনষ্ট করা মূলত মানুষের অবস্থার মাঝে বিপর্যয় ও ত্রুটি বিচ্যুতি সৃষ্টি করে এবং মানব জীবনকে তিক্ত ও বিষাক্ত করে তুলে, সামাজিক সকল বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণকে আশংকাগ্রস্ত ও ব্যর্থতায় রুপান্তরিত করে। গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসলীলার দিকে ঠেলে দেয়। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যখন কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি এরশাদ করেছেন,"যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন তোমরা কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর।" বুখারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাহগণ! আমানতের সংরক্ষণ কর। আল্লাহ তাআলা বলেন," আর তারা যারা তাদের আমানতসমূহ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং যারা নিজেতের নামায সংরক্ষণকারী তারাই উদ্দানসমূহে সম্মানিত হবে।" [সূরা

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানাত সমূহ তাদের অধিকারীদের কাছে আদায় করে দিতে। আর যখন তোমরা মানুষদের মাঝে বিচার ফয়সালা কর তখন তোমরা ন্যায় বিচার কর। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। [সূরা আন নিসা-৫৮]

এ বরকতময় আয়াতটি সকলপ্রকার আমানতকে একত্রিত করে বর্ণনা করেছে। বিশাল বিশাল আমানত সমূহের অন্যতম হচ্ছে চাকুরী ও পদ মর্যাদার আমানত। সুতরাং যে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদয় করল, এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করল যে উদ্দেশ্যে মূলত এ সব চাকুরী পদ মর্যাদার উৎপত্তি সে মূলত নিজের জন্য এবং মুসলিম জামাআতের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণ কামনা করল। এবং তার পর কালের জন্য উত্তম কাজের ব্যালেন্স করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি চাকুরী ও পদমর্যাদার হক ও দায়িত্ব পালন করল না সে মূলত তার সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর বান্দাদের স্বার্থ ও হক আদায় করল না।আর যে এর মাধ্যমে ঘুষ গ্রহণ করল, অথবা মুসলমানদের সম্পদ অবৈধভাবে পকেটে পুরালো সে নিজেকেও ধোকা দিল, এবং নিজের জন্য এমন পাথেয় অর্জন করল যা তাকে ধ্বংস করে দিবে।

সহীহ মুসলিমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এভাবে এসেছে,তিনি বলেন," যখন কিয়ামতের দিন সকল মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে তখন প্রত্যেক গাদ্দার বা প্রতারকের সাথে নিশানা বা পতাকা উড্ডীন করা হবে। আর বলা হবে এটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণার নিশান।"

জঘন্যতম আমানাতের অন্যতম হচ্ছে গচ্ছিত সম্পদ ও অধিকার সমূহ যার ব্যাপারে মানুষ তোমাকে আমানতদার মনে করে তোমার কাছে তা রেখেছে। ইমাম আহমাদ বায়হাকী ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, " আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া আমানত ব্যতীত সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হবে। তিনি বলেন,কিয়ামতের দিন বান্দাহকে নিয়ে আসা হবে তারপর বলা হবে তুমি তোমার আমানত আদায় করে দাও। সে বলবে হে আমার রব! কিভাবে আদায় করব দুনিয়াতো শেষ হয়ে গেছে? তারপর বলা হবে তাকে হাবিয়া দোযখের দিকে নিয়ে যাও তখন তাকে হাবিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতোমধ্যে যেভাবে তার কাছে আমানত দেয়া হয়েছিল ঠিক সেরূপ করে আমানতকে আকৃতি দেয়া হবে তখন সে তা দেখে চিনতে পারবে ফলে সে আমানতের

পিছনে তা লাভ করার জন্য ধাওয়া করবে এবং নিজের দু'কাঁধের উপর আমানতকে বহন করতে থাকবে আর সে এধারণা পোষণ করবে যে, সে বের হয়ে যাবে এবং এটাকে নিজ দুকাঁধ হতে সরাতে পারবে অথচ সে এভাবে অনন্তকাল আমানতের পিছু ধাওয়া করতে থাকবে।"

আবু যর (রাঃ) এর হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন," যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার আমানত আদায় করে দাও, পক্ষান্তরে যে তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তার সাথে খেয়ানত কর না।"

www.alharamainonline.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিষয়: নসিহত বা সদোপদেশ ও কল্যাণ কামনা।

শাইখ আলী বিন আবদুর রহমান আল হুযাইফী

তারিখ: ২২-৭-১৪২৪ হিজরী।

সমস্ত প্রশংসা মহিয়ান সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, অতীব সুক্ষ্মপ্রজ্ঞাধিকারী ও সর্ববিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি আমার রবের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমি তার কাছে তওবা করছি ও তার ক্ষমা কামনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দাহ ও রাসূল, তিনি সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও আলাকোজ্জল আলোকবর্তিকা।

হে আল্লাহর বান্দাহগণ! আল্লাহকে ভয়কর এবং তার শাস্তি হতে আশংকা কর, কেননা যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই প্রকৃত সফলকাম।

হে মুসলমানগণ! সব চেয়ে উত্তম যে সব কথার মাধ্যমে অন্তরাত্মাকে উপদেশ দেয়া যায় এবং পরিমার্জিত করা যায় তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের আয়াত সমূহ এবং রাসূলে কারীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু হাদীস। আল্লাহ তাআলা বলেন," তিনি সে সত্ত্বা যিনি উম্মীদের মাঝে তাদের থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে প্রবিত্র করেন, এবং শিক্ষাদেন তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তারা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। [সূরা আল জুমআ'হ-২] সুতারাং মন খুলে নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও বিবেক লাগিয়ে কান দিয়ে মানবতার মহান নেতা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু কথা শুন ও লক্ষ্য কর যাতে তিনি গোটা ইসলামী জীবন ব্যাবস্থা ও দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ সন্নিবেশিত করেছেন। যাতে সকল প্রকার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে । সকল অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ব্যাপকার্থবোধক বাক যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। যাতে সংক্ষেপে তিনি অনেক ও ব্যাপকার্থবোধক উপকারী দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। কখনো কখনো এক কথায় ইসলামের সকল শিক্ষা তুলে ধরেছেন যেমন তাঁর বানী - "ইহসান হচ্ছে এভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ"-মুসলিম উমার (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তার বানী "পুন্য হচ্ছে যাতে আত্মা ও অন্তর প্রশান্তি লাভ করে আর পাপ হচ্ছে যা অন্তর আত্মায় খটকা ও সংশয় সৃষ্টি করে ,আর

মানুষ তা জানতে তুমি অপছন্দ কর যদিও মানুষদের কেউ বৈধতার ফতোয়া দিয়ে থাকে" - আহমাদ , মুসলিম কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপকার্থবোধক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী হচ্ছে **–"দ্বীন হচ্ছে নসিহত , দ্বীন হচ্ছে নসিহত, দ্বীন হচ্ছে নসিহত । আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল , নসিহত কার জন্য ? তিনি বললেন , আল্লাহ, তাঁর কিতাব , তাঁর রাসূল , মুসলিম শাসক ও মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য।"**-তামীম দারী থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ কথার মধ্যে সংক্ষিপ্ততা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নসীহাতের মাঝে সীমাবদ্ধ ও আড়ষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি নসীহাতের গুণে গুণান্বিত হল সে তার গোটা দ্বীন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হল। পক্ষান্তরে যে নসীহাত হতে বঞ্চিত হল সে যতটুকু নসীহাত থেকে বঞ্চিত হল ততটুকু দ্বীন হতে বঞ্চিত হল।

নসীহাতের ব্যাখ্যা হচ্ছে নসীহাতকারী যার জন্য নসীহাত তার প্রতি সত্যিকার ভালবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে তার সকল অধিকার ও হক আদায় করে, চাই তা কথা , কাজ এবং অন্তরের সংকল্পের মাধ্যমেই হোকনা কেন। আসমাঈ বলেন , "নাসেহ বা নসীহাতকারী হচ্ছে সে বস্তুর মত যা সম্পূর্ণ খেয়ানত ও প্রতারনা মুক্ত। আর প্রত্যেক ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত বস্তুই মুলত আরবী ভাষায় নিরঙ্কুশ বা খাটি বস্তু হিসাবে বিবেচিত এসব খাটি বস্তুর ক্ষেত্রে আরবরা নসীহত শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

খাত্তাবী বলেন," নসিহাত শব্দটির মূলধাতুগত অর্থ হচ্ছে নির্ভেজাল বা খাঁটি হওয়া, ত্রুটি মুক্ত হওয়া। এ কারণেই নসিহত শব্দ ব্যবহার করে- বলা হয়ে থাকে মোম হতে মধু উৎসারিত করা হয়েছে।"

নসিহাত হচ্ছে নবী ,রাসূল ও সৎকর্মশীল মুমীনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে প্রতারনা , ধোঁকা , ষড়যন্ত্র ও ত্রুটিপুর্ণ ইচ্ছা কাফের ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'লা নুহ (আ:) সম্পর্কে বলেন ,"আমি আমার প্রতিপালকের রেসালত তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি , তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করছি আর আল্লাহর পক্ষ্য থেকে আমি তা জানি যা তোমরা জাননা। "[সুরা আল আরাফ-৬২] আল্লাহ তা'লা ,হুদ (আ:) এর ভাষায় এভাবে বলেন ,"আমি আমার প্রতিপালকের রেসালত তোমাদের নিকট পৌছে দিচ্ছি ,আর আমি তোমাদের জন্য একজন একান্ত বিশ্বস্ত কল্যাণকামী।"[সুরা আল

আরাফ -৬৮] সালেহ (আ:) এর ভাষায় এভাবে বলেন ,"অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের রেসালত তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের ভালবাসনা। "[সুরা আল আরাফ - ৭৯] শোআইব (আ:) এর ভাষায় বলেন , " হে আমার সম্প্রদায় আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের রেসালত পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা কারেছি সুতরাং কিভাবে আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করতে পারি ।"[সুরা আল আরাফ -৯৩]

জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বাইয়াত করেছি সালাত প্রতিষ্ঠা , যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নসিহাত বা কল্যাণকামীতার উপর" -বুখারী ও মুসলিম। আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,"একজন মুসলমান অপর মুসলমানের উপর ছয়টি হক বা অধিকার রয়েছে । যখন দেখা হয় তাকে সালাম দাও , যখন তোমাকে দাওয়াত দেয় তাতে উপস্থিত হও , যখন তোমার থেকে সদোপদেশ কামনা করে তাকে তার জন্য কল্যাণ কামনা কর , যখন হাচি দেয় অত:পর আলহামদুলিল্লাহ বলে তার উত্তর দাও , যখন অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যাও আর যখন মারা যায় তার জানাযায় উপস্থিত হও "- মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

জুবাইল ইবনে মুতইম হতে বর্ণিত ,নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,"তিনটি বৈশিষ্ট্য এমন মুমীন ব্যক্তির অন্তরে যার জন্য কোন বিদ্বেষ থাকে না আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমলকে খালেস বা নিরঙ্কুশভাবে আদায় করা , শাসকদেরকে সদোপদেশ দেয়া এবং মুসলমানদের জামাআতের সাথে সপৃক্ত হয়ে থাকা "-আহমাদ ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য মুমীনের অন্তরকে খেয়ানত ,শঠতা , ধোকা ও নিকৃষ্ট কর্ম হতে মুমীনের অন্তরকে পবিত্র , পরিমার্জি ও সংশোধিত করে।

এ কারনেই মুসলিম উম্মাহর সৎকর্মশীল লোকেরা সবাই এ নসিহাত বা কল্যাণকামীতার বৈশিষ্ট্যে গুনান্বিত।

আবু বকর আল মুযানী (র:) বলেন ,"আবু বকর (রা:) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের মাঝে বেশি নামাজ ও রোযার মাধ্যমে মর্যাদা লাভ করেননি বরং তিনি সবার উপরে সম্মান লাভ করেছেন একটি বস্তুর মাধ্যমে যা তার অন্তরে ছিল । তিনি বলেন তাঁর অন্তরে যা ছিল তা হচ্ছে মহিয়ান আল্লাহর জন্য অগাধ ভালবাসা এবং তাঁর সৃষ্টির জন্য

মসিহাত বা কল্যাণকামিতা।" ফুদাইল ইবনে ইয়াদ্ব (রঃ) বলেন ," আমাদের মাঝে যারা রয়েছে তারা যে মর্যাদা লাভ করেছে অতিরিক্ত নামাজ এবং রোযার মাধ্যমে লাভ করেনি বরং তারা আমাদের কাছে এ মর্যাদা লাভ করেছে আত্মার উদারতা , অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামিতার মাধ্যমে।

ইবনে মুবারক (রঃ) জিজ্ঞেস করা হল কোন কাজ আপনাদের নিকট সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন তিনি বললেন ,"আল্লাহর উদ্দেশ্যে কল্যাণ কামনা করা।" মুআম্মার (রঃ) বলেন ,"বলা হয়ে থাকে যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে সে তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী।" সলফে সালেহীনদের জনৈক ব্যক্তি বলেন ,"যে ব্যক্তি তার অপর ভাইকে তার মাঝে এবং নিজের মাঝে উপদেশ দিল সে তার জন্য কল্যাণ কামনা করল পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের সামনে তাকে উপদেশ দিল সে মূলত তাকে অপমানিত করল।

হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর জন্য নসিহাতের অর্থ হচ্ছে , আল্লাহর জণ্য পরিপূর্ণ ভালবাসা ও বিনয়াবনতির মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রদর্মিত হেদায়াতের অনুসরণে একনিষ্ঠতার সাথে লা শরীক আল্লাহ তা'লার এককভাবে ইবাদাত পালন করা , আল্লাহর সাথে দোআ , জবেহ , মান্নত , সাহায্যকামনা , আশ্রয়কামনা , মুক্তি কামনা , ভরসা অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে শরীক বা অংশিদার সাব্যস্ত না করা। আল্লাহ তা'লা বলেন ,"আল্লাহর ইবাদাত কর তাঁর সাথে কোন কিছূকে শরীক সাব্যস্থ করো না ।"[সুরা আন নিসা -৩৬] তিনি আরো বলেন ,নিশ্চয়ই মাসজিদ সমূহ আল্লাহর জন্য আল্লাহর সাথে কাউকে আহবান করো না।"[সুরা আল জ্বিন -১৮]

আল্লাহর জন্য নসিহাতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সকল প্রকার সিফাত বা গুণাবলী যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বর্ণনা করেছেন তার প্রতি ঈমান আনা এবং তা কোন প্রকার উদাহরণ ও উপমা ছাড়াই সাব্যস্ত করা আর মহিয়ান আল্লাহকে যা তার সত্ত্বার সাথে উপযুক্ত নয় এমন সব গুনাবলী থেকে পবিত্র ঘোষণা করা তবে তার প্রকৃত গুনাবলীকে বাতিল বা পন্ড করা ব্যাতিরেকে। আর এ বিশ্বাস করা যে, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কিছু সৃষ্টি, পরিচালনা,নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন," জেনে রাখো সৃষ্টি এবং বিধান তার।" [সূরা আল আ'রাফ- ৫৪]

সকল প্রকার ফরয ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করা, তার পক্ষ হতে নিষিদ্ধ ও হারাম সকল কাজ হতে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি তার রবের এসব হক আদায় করল সে মূলত তার স্রষ্টা আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনা করল। হাসান বসরী (রহঃ) এক মুরসাল বর্ণনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন," তোমরা কি মনে কর যদি তোমাদের কারো দু'জন গোলাম থাকে, একজন তার নির্দেশের আনুগত্য করে , তার কাছে আমানত রাখলে তা আদায় করে দেয়,এবং মুনিবের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কল্যাণ কামনা করে, অপরজন তার নির্দেশ অমান্য করে , তার কাছে আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে থাকে,এবং মুনিবের অনুপস্থিতিতে তার জন্য ধোকা ও প্রতারনা করে, তারা দু'জন কি সমান হতে পারে? তারা বললেন, না হতে পারে না। তিনি বললেন, এভাবে তোমরাও আল্লাহর কাছে। ইবনে আবিদ্ দুনইয়া বর্ণনা করেছেন। আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন," আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ যা কিছুর মাধ্যমে আমার গোলামী করে তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে আমার জন্য নসিহাত করা বা কল্যাণ কামনা করা। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর জন্য নসিহাতের মধ্যে রয়েছে যে সব কথা ও কাজ আল্লাহ ভালোবাসেন তা ভালবাসা এবং যা তিনি ঘৃণা করেন তা ঘৃণা করা। জনৈক আলেম বলেন," নাসিহাতের মোদ্দা কথা হচ্ছে যার জন্য নসিহাত করা হয় সে যে কেউ হোকনা কেন তার জন্য অন্তরের টান ও অনুরাগ প্রকাশ করা। আর এটার দু ধরনের, একটি হচ্ছে ফরয, অপরটি হচ্ছে নফল বা অতিরিক্ত। আল্লাহর জন্য ফরয নসিহাত হচ্ছে ফরয আদায় এবং হারাম পরিহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ভালবাসার প্রতি কঠোর অনুরাগ আর এ ব্যাপারে নফল নসিহাত হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসাকে স্বীয় আত্মার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া।

আল্লাহর কিতাবের জন্য নসিহাত এ কথার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবকে অত্যন্ত ভালবাসা, মর্যাদা দেয়া,তা বুঝা ও উপলব্ধি করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান,যথা সম্ভব তা হেফয করার জন্য অবিরত প্রয়াস,নিয়মিত তা তেলাওয়াত করা, তার আদব ও চরিত্র গ্রহণ করা, তা অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা এবং এ কিতাব শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের জন্য আহবান করা এবং প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নসিহাতের অর্থ হচ্ছে, তা নির্দেশের আনুগত্য করা, তার নিষেধ হতে বিরত থাকা, তিনি যা কিছু সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন তা মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা,তার

শরিয়তানুযায়ী ইবাদত পালন করা, তার সুন্নাতের সাহায্য করা, তাঁর হেদায়াত শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। যে তার সুন্নাতকে অপছন্দ করে তাকে ঘৃণা করা। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তার অনুসরণ করা, নিজের জীবন,পরিবার পরিজন , সন্তান সন্ততি, পিতা মাতা ও সম্পদের চেয়ে তাকে অধিক ভালবাসা এবং তাঁর সুন্নাতের পক্ষ হতে প্রতিরোধ ও প্রতিউত্তর দেয়া।

মুসলিম শাসকদের জন্য নসিহাত বা কল্যাণকামিতার অর্থ হচ্ছে, তাদের জন্য সংশোধন ও পরিশুদ্ধির দেআ করা,তাদের ইনসাফ ও হেদায়াত লাভের আন্তরিক কামনা, তাদের দিয়ে মুসলিম উম্মাহর দাবী ও ঘোষণার সম্মিলন কামনা, তাদের সৎকর্ম প্রসারে খুশি হওয়া, তাদের অপকর্ম ও নিন্দা করাকে ঘৃণা করা,আল্লাহর আনুগত্যে ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা, কথায় ও কাজে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রাহ করাকে বৈধ মনে করে যারা তাদেরকে ঘৃণা করা, মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে যা তাদের জন্য কল্যাণকর সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে সুন্দর ভাষায়, কোমলতার সাথে,বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুপরামর্শ দেয়া, তাদের জন্য বদদোআ না করা এবং তারা যা করার দায়িত্ব দেয় তা পালন করার চেষ্টা করা।

সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য নসিহাত এর অর্থ হচ্ছে, যে কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা পছন্দ করা, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অপছন্দ করা, তাদের ছোটদের ভালবাসা এবং বড়দের সম্মান করা, হকে বা সত্যের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করা,তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজ হতে নিষেধ করা, তাদের থেকে দুঃখ, কষ্ট ও সকল প্রকার আশংকা দূর করার চেষ্টা করা,আর মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ যে আশংকা বর্তমানে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ধ্বংসযজ্ঞ কর্মকান্ড যাতে জীবন ও সম্পদ এমনকি সবকিছুকে হালাল করে দিচ্ছে, নিরপরাধ ও নিরাপদ লোকদেরকে সন্ত্রস্থ করে তুলছে, সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতি হচ্ছে এ টার্গেট,এটা মূলত শাসকদের কাফের মনে করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকরাকে বৈধ করণের সূত্র ও চিন্তা চেতনা হতে নির্গত যা আল্লাহর রাসূর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোরভাবে তিরষ্কার করেছেন।

মুসলিম জনসাধারণের জন্য নসিহাতের মধ্যে আরও রয়েছে, এধরনের কাফের মনে করার ধ্যান ধারণাকে মূলোৎপাটিত করে দেয়া, মুসলমানদেরকে এ সব চিন্তা হতে সতর্ক করা, এবং যারা এর সাথে লিপ্ত তাদেরকে সংশ্লিষ্ট

প্রশাসনের কাছে তুলে দেয়া যাতে করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হতে পারে এবং মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ তাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা লাভ করতে পারে, কোন অবস্থাতেই এদেরকে গোপন করা বা লুকিয়ে রাখা বৈধ নয়। আর মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামিতা হচ্ছে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে সকল ক্ষতি হতে তাদেরকে রক্ষা করা। অথচ খারেজীরা বা বিদ্রোহীরা তাদের দ্বীন ও দুনিয়া সব বিপর্যস্ত করে দেয়। আল্লাহ বলেন," হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তার রাসূলের আহবানে সাড়া দাও,যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহবান করে আর জেনে রাখ যে আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে অন্তরায় হয়ে থাকে আর নিশ্চয়ই তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।"[সুরা আল অনফাল -২৪]

হে মুসলমানগণ ! সে দিনকে ভয় কর ,যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। এবং প্রত্যেকে তার কৃত কর্মের প্রতিফল লাভ করবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। মুআয (রা:) এর প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সে অসিয়ত আকঁড়ে ধর যাতে তিনি বলেছেন ,"যেখানেই থাকনাকেন আল্লাহকে ভয় কর , পাপের সাথে সাথে পুন্য কর ,পুন্য তা মুছে দেবে। মানুষের প্রতি উত্তম চরিত্রের সাথে ব্যবহার কর"। সকল পুন্যের জন্য সওয়িাব রয়েছে যেমনিভাবে সকল পাপের জন্য শাস্তি রয়েছে । আর তোমাদের প্রভু তোমাদের আমল সমূহ সংগ্রহ করছেন যাতে করে তার প্রতিদান দিতে পারেন। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'লা বলেন ,"হে আমার বান্দাহ ! এ সব কিছু হচ্ছে তোমার আমল যা আমি তোমার জন্যই সংরক্ষণ করেছি অত:পর তোমাকে তার প্রতিফল দেব। সুতরং যে ব্যক্তি তার জন্য কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা আর যে অন্য কিছু পেয়ে যায় সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে সকল মানুষই তার আমলনামা লাভ করবে , কেউ গ্রহন করবে ডান হতে কেউ গ্রহন করবে বাম হাতে।"আল্লাহ তা'লা বলেন ,"প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গর্দানের সাথে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য এমন এক কিতাব বের করব যা সে উন্মুক্তভাবে পাবে।"[সুরা আল ইসরা -১৩]

www.alharamainonline.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিষয়: আল্লাহর নেআমত অসীম ও অগণিত।

শাইখ আলী ইবনে আবদুর রাহমান আল হুযাইফী

তারিখ: ২৯-৭- ১৪২৪ হিজরী।

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা আল্লাহর জন্য যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আমি আমার রবের প্রশংসা করছি , তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি , তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তণ করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে আল্লাহ ছারা প্রকৃত কোন মাবুদ নেই , আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

হে আল্লাহর বান্দাহগণ ! প্রকাশ্য ও আপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহ ভীতিই হচ্ছে তোমাদের সর্বোত্তম আমল এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন।

হে মুসলমানগণ ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর অগুনত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেআমতের কথা স্মরণ কর। এবং আল্লাহর নেআমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহ তা'লা বলেন ,"আর যদি তোমরা আল্লাহর নেআমত গননা করতে থাক তা গননা করে শেষ করত পারবে না নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও করুনাময়।"[সুরা আন নাহাল -১৮] সত্যিই মানুষের পক্ষেকি সম্ভব তার শ্বাস প্রশ্বাস , চোখের পলক ইত্যাদি গননা করে শেষ করা ?! না কখনো তারা সক্ষম হবে না। অথচ আল্লাহর নেআমত সমূহ এর চেয়েও অনেক অনেক বেশি বরং সৃষ্টি জগতের উপর অফুরন্ত নেআমতের সামান্য অংশ।

হে লোকসকল ! আল্লাহ তা'লা অফুরন্ত অনুগ্রহ ও নেআমতের ম্যাধমে তোমাদের ধন্য করেছেন। আর বিশেষ করে আমাদের এ দেশের উপর তাঁর অফুরন্ত নেআমত এমনভাবে দিয়েছেন যা তোমরা কখনো গননা করে শেষ করতে পারবে না। এর কৃতজ্ঞতা আদায়করাত দুরের কথা। তিনি আমাদের উপর এমন বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন যার শুকরিয়া প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আদায় করা আমাদের উপর অপরিহার্য। আল্লাহর অফুরন্ত নেআমতের একটি হচ্ছে তিনি আমাদের এ দেশকে বিভিন্ন দলা- দলি , চিন্তা চেতনা ও বিপরীতমুখি মতবাদ থেকে মুক্ত করেছেন কেননা আমাদের জনগনের দ্বীন হচ্ছে এই রাজতন্ত্রে ইসলাম। যে ইসলাম ফেরকাবন্দী , দলাদলি ও হরেকরকম প্রবৃত্তির দিকে আহবানকে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'লা বলেন ,"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধর আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নেআমতকে যখন তোমরা

পরস্পর শত্রু ছিলে এরপর তিনি তোমরাদের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলেন ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলেন। "[সুরা আল ইমরান -১৩] আল্লাহ তা'লা আরো বলেন ,"নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পরেছে তাদের সাথে কোন ব্যপারে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।"[সুরা আল আনআম -১৫৯]

ইসলাম হচ্ছে সত্য দ্বীন আর এ হক বা সত্য মানুষকে সম্মিলিত করতে সহায়তা করে বিচ্ছিন্ন করে না , ইনসাফ করে জুলুম করে না , সংশোধন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। দয়া ও অনুগ্রহ করে কঠোরতা করে না। সুতরাং মুসলমানের সম্পর্কই হচ্ছে এই হক বা সত্যের জন্য এবং যারা এ সত্য প্রতিষ্টা করে এবং পৃথিবীতে এ সত্যকে বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুসলমানদের সম্পর্ক তাদের সাথে। এ কথা থেকে প্রতিয়মান হয় যে , এক জন মুসলমানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সার্বিকভাবে ইসলামের সাহায্য করা , ইসলামী শরীয়ত বা বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শাসক গোষ্ঠিকে বাধ্যতামূলকভাবে সহায়তা করা এবং ইসলামের পক্ষথেকে সার্বিকভাবে পতিরোধ করা। সুতরাং মুসলামানদের মাঝে এ ব্যপারে যদি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে আমাদের এ দেশে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কেননা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত ও চিন্তা চেতনা রয়েছে আর বিভিন্ন চিন্তা চেতনা মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল করে দেয়। এমনিভাবে প্রজাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে শাসকের চিন্তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়। মুসলমানদের তখন অবস্থা উত্তম হবে যখন তাদের অন্তরে দ্বীনের প্রভাব ও বাস্তবায়ন ক্ষমতা শক্তিশালী হবে পাশাপাশি তাদের শাসকবর্গ দ্বীন বাস্ত বায়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হবে, অনুরূপভাবে যখন কোন কোন মানুষের অন্তরে দ্বীনের প্রভাব দুর্বলও হয় যদি শাসক শক্তিশালী হয় তাহলে তা কেটে উঠা সম্ভব হয় এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়। আমাদের এ দেশের শাসকরা এবং তাদের নবাবরা আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহর অনুগ্রহে এ ব্যাপারে শক্তিশালী। আমরা আমাদের জনসাধারণ ও নেতৃবর্গের সুসম্পর্কের মাধ্যমে হকের উপর একত্রিত হওয়া, পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করা বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ পরিহার করা সহ যা কিছু ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আমাদের উপর অপরিহার্য করেছে তা পালন করে থাকি। আমরা মুহাজির ও আনসার এবং যারা তাদের সুন্দরতম অনুসরণ করেছে পুবত্র কুরআনে আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন তাদের আক্বিদা বিশ্বাসের উপর রয়েছি। আল্লাহ তা'লা কুরআনে কারীমের মধ্যে বলেন ,"আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে

এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহার্য করেছে তারাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।" [সুরা আল আনফাল -৭৪]

আমরা আল্লাহ তা'লা প্রশংসা করছি যিনি আমাদেরকে মুসলমানদের অন্ত র্ভুক্ত করেছেন কেননা ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর বান্দাহদের উপর সবচেয়ে বড় নেআমত। আল্লাহ তা'লা বলেন ,"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছি এবং তোমাদের উপর আমার নেআমতকে পূর্ণতাদান করেছি আর ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছি।"[সুরা আল মায়েদা -৪] ইসলাম মুসলমানের উপর জুলুম সীমালঙ্ঘনকে হারাম করে দিয়েছেন এমন কি অমুসলমানদের জন্যও এবং তাকে ইনসাফ , ইহসান , দয়া ও মানবতার কল্যাণ কামিতার নির্দেশ দিয়েছে। আর মানুষের কল্যাণ কামনার অন্তর্গত হচ্ছে তাকে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাকে আল্লাহর দিকে আহবান করা এবং সত্যকে সাহায্যকরনার্থে বৈধ প্রক্রিয়ায় দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করা। আল্লাহ তা'লা বলেন ,"আপনি আপনার প্রভুর পথের দিকে আহবান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায় নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালককে তার পথ হতে বিভ্রান্ত তার সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং কারা হেদায়াত প্রাপ্ত তাদের সম্পর্কেও সর্বাধিক জ্ঞাত।"[সুরাআন নাহাল -১২৫]

ইসলাম একজন মুসলমানের কাছে তার জীবন , পরিবার পরিজন , সম্পদ সবকিছূর চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। মুসলমান কখনো কখনো সম্পদ হারাতে পারে , মর্যাদা হারাতে পারে , বিশাল বিপদের মুখোমুখি হতে পারে কিন্তু যখন তার দ্বীন রক্ষাপায় তখন সে সফল হয়ে থাকে। মুসআব ইবনে উমাইর (রা:) সর্বপ্রথম হিজরকারী যাকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য এবং কুরআন শিক্ষাদেয়ার জন্য মাদীনায় প্রেরণ করেছেন তিনি ছিলেন একজন ধনবান বিলাসবহুল জীবনের অধিকারী যুবক। যখন ইসলাম গ্রহন করেন তার মা তাকে সমস্ত সম্পদ থেকে ত্যাজ্য করে। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখলেন এমন অবস্থায় যে তার দেহের রং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে , ছিড়া বস্ত্র পরিধান করে আছেন । তার এ দুঃখ কষ্ট দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চক্ষু আশ্রুবিসর্জন করল এতদ সত্তেও তিনি ঈমানের মাধ্যমে সম্পদশালী ছিলেন , উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরন করেন।

এ দেশের অন্যতম আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুসলমানদের কেবলাহ ও

তাদের প্রাণের স্পন্দন পবিত্র আল্লাহর ঘর। যাকে আল্লাহ তা'লা মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনের জন্য বিশেষ উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা বলেণ ,"পবিত্র গৃহ কাবাকে আল্লাহ মানুষের সুদৃঢ় থাকার উপায় নির্ধারণ করেছেন।" [সুরা আলা মায়েদাহ -৯৭] তাফসীর বিশারদগণ বলেন আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবাহ তাদের জীবন যাত্রা ও দ্বীনের জন্য প্রাণকেন্দ্র যাতে তারা নিজেদের দ্বীন ও দুনিআর কল্যাণের জন্য যা করা দরকার তা করতে পারে। এতে তাদের সন্ত্রস্ত ব্যাক্তি নিরাপত্তালাভ করে , দুর্বল ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে , ব্যবসায়ী লাভবান হয় , ইবাদতকারী তার ইবাদাত পালন করতে পারে।

এ দেশের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাসজিদ। যা নবীদের সর্বশেষ মাসজিদ। যাতে নামায পরাকে আল্লাহ তা'লা এক হাজার গুণে বর্ধিত করেছেন। এ পবিত্র মাদীনার মাটিতে রয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর, তিনি ছাড়া আর কোন নবীর কবরের নির্দিষ্টভাবে পরিচয় নেই।

এ দেশের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শরিয়া কোর্ট যাতে মানুষের সম্পদ, জীবন, ইয্যত, ফৌজদারী, সহ সকলপ্রকার মামলার শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়ে থাকে। এ সব আদালতে বাদশাহ হতে শুরু করে সবাই সমান।

আল্লাহ তাআলা এ দেশের উপর যে সব অনুগ্রহ করেছেন তার অন্যতম একটি হচ্ছে এ দেশের স্থিতিশীল নিরাপত্তা। এ দেশে মানুষ নিজেদের জীবন, সম্পদ ও পার্থিব এবং ধর্মীয় সকল প্রকার সুযোগ সুবিদার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভ করে যাচ্ছে। যার কারণে বর্তমান বিশ্বে এ দেশ নিরাপত্তার জন্য উদাহরণে পরিণত হয়েছে। আলহাদুলিল্লাহ পৃথিবীর সকল দেশের উপর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। সম্প্রতি কালে আমাদের এ দেশে যে সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটেছে এ সব মূলত বহিরাগত বিকৃত ও ক্ষতিকর চিন্তা চেতনার ফল। আমাদের দেশের আলেমরা ও শাসকবর্গ কঠোরভাবে এ সব কাফের সাব্যস্তকারী চিন্তা চেতনাকে প্রতিরোধ করেছে। এ সব চিন্তা চেতনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উপরও আক্রমণ করেছে তবে তা সফল হতে পারেনি। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও কারিকুলাম যোগ্য লোক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যারা তাদের দ্বীন ও দেশের খেদমত করে যাচ্ছে, মানবতার জন্য কল্যাণ কামনা করছে । তকে সব সিস্টেমেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে সকল আত্মা যা করে তার পরিণতি তার উপরই বর্তাবে, কোন বোঝা বহনকারী আত্মা অন্যের বোঝা বহন করবে না। এ বিভ্রান্ত দলের

অপচেষ্টা আমাদের দেশের নিরাপত্তার ইপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারেনি। এটা শুধু পানির বুদবুধের মত কিছুতেই টিকবেনা।

আল্লাহ তাআলা এ দেশের উপর যে সব অনুগ্রহ করেছেন তার অন্যতম আরেকটি হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। যার মাধ্যমে সকল পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকে, জীবন যাত্রা উন্নত হয়ে থাকে, বসতি ও উন্নয়নের কাজ বৃদ্ধি হয়ে থাকে, সংস্কার ও জাগরণ ব্যাপকতর হয়, দ্বীন বা ইসলাম মযবুত হয়, ফেৎনা ও বিপর্যয় নির্বাপিত হয়।

আল্লাহ তাআলা এ দেশের উপর যে সব অনুগ্রহ করেছেন তার অন্যতম আরেকটি হচ্ছে আমাদের দেশে মানবাধিকার ইসলামী বিধানের ছায়াতলে সংরক্ষিত। এদেশের দুশমনরা এ দেশের নারীর অধিকার সম্পর্কে কথা বলে থাকে। তারা শরিয়তের বিধান প্রতিষ্ঠার উপর আপত্তি করে থাকে এ ধারণা করে যে, এ সব মানবাধিকার বিরোধী। কতইনা নিকৃষ্ট তাদের এ কথা এবং কতই হীন তাদের উদ্দেশ্য।

নারী আমাদের এ দেশে - মা হোক, বোন হোক, কন্যা হোক,ফুফি হোক, চাচী হোক, খালা হোক,মামী হোক, ভাইয়ের কন্যা হোক, বোনের কন্যা হোক অথবা স্ত্রী হোক সকল নিকটাত্মীয় হতে তার অপরিহার্য হক বা অধিকার পাবেই এতে কোন ধরনের ভুল নেই। সবাই তার এ হক,স্বেচ্ছায়, হৃষ্টচিত্তে এবং ইসলামের দাবী অনুসারে আদায় করে দেয়। স্বামী তার স্ত্রীর হক আদায় করে দেয় যাতে তাকে অন্য লোকের কাছে মুখাপেক্ষী হতে না হয়, নারী আমাদের এ দেশে তার নাগরিক অধিকার স্বাধীন ভাবে লাভ করে থাকে, তার জীবন যাত্রা অত্যন্ত সম্মানজনক হয়।তার সামনে এমন কিছু চাকুরি ও কর্মস্থল রয়েছে যা তার সৃষ্টিগত কাঠামো ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর যার প্রস্তুতি ও কর্মব্যাস্ততা তার দ্বীন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। নারী আমাদের সমাজ ও পরিবারে আহত প্রজম্মকে লালন পালন সহ তার শিক্ষা ও গঠনের যে ভুমিকা পালন করে থাকে তা কখনো খাদেম, সেবক,নার্স ও অন্য কোন লোকের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়।

নারীদের অবস্থা আমাদের এ দেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক উত্তম। নারীর অধিকার লংঘন ও বিনষ্টের ব্যাপারে এ দেশের দুশমনরা যা কিছু বলে থাকে তার প্রকৃত টার্গেট হচ্ছে নারীকে তার ধর্মীয় মূল্যবোধ হতে বের করে নেয়া, তার ইসলামী চরিত্র বিনষ্ট করে দেয়া, এবং যত্র তত্র মূল্যহীন দ্রব্যের মত তাকে লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা করা। নারী আমাদের সমাজে যতই বৃদ্ধ হোকনা কেন তার সম্মান, মর্যাদা ও তার প্রতি করুণা বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে

যারা নারী স্বাধীনতার দিকে আহবান করে নারী তাদের সমাজে সম্মানহীনা ও লাঞ্ছিতা নয় কি? সে তাদের সমাজে যা নেয় তার চেয়ে অনেক বেশী দেয় না কি? বিয়ের বয়স হলে তারা কি তাকে ঘর হতে বের করে দেয় না? কাজেই তাদেরকে জীবন সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয় এবং মানব রূপী নেকড়েদের কাছে সোপর্দ করতে হয় জীবনকে। ফলে নারী মানসিকতা হারা হয়ে কুকুর ইত্যাদি লালন পালনের দিকে আশ্রয় নেয়। যখন তাদের সমাজকে কিছু দিতে অক্ষম হয়ে যায় তখন তারা তাকে বয়স্ক কারাগারে ঠেলে দেয় এতে সে থেকেও না থাকার মত, বেচেও না বাঁচার মত হয়ে যায় এটাই কি নারীর অধিকার তাদের ভাষায়? কাজেই মনে রাখা দরকার যার ঘর কাচের গ্লাসের তৈরী সে যেন মানুষদেরকে পাথর না মারে।

এ মামলাকেতে ফৌজদারী দন্ডবিধির যে বাস্তবায়ন যেমন চোরের হাত কাটা এ সম্পর্কে তারা যা বলে থাকে তার মূল কথা হচ্ছে এটা আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ বলেন," আর চোর নর ও নারীর হাত কেটে দাও তারা যা করেছে তার পরিবর্তে আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি স্বরূপ আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল মায়েদাহ- ৩৮] এসব মহা দয়ালু আল্লাহ তাআলাই প্রবর্তন করেছেন। হাদীসে এসেছে " আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি গুলো হতে যে কোন একটি শাস্তি বাস্তবায়ন করা চল্লিশ দিন প্রভাতে বৃষ্টি হওয়ার চেয়েও অনেক উত্তম।" তাই যারা অপরাধী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য মায়া কান্না করে যাচ্ছে তারা কেন নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় মানুষ যাদের জীবন ও সম্পদ লুন্ঠিত যারা নিরাপত্তা হতে বঞ্চিত তাদের জন্য চিন্তা করছে না। একটি শাস্তি বাস্তবায়ন মূলত মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অপপ্রয়াস হতে রক্ষা করতে সক্ষম। তাই আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তাতে পৃথিবীর সংশোধন নিহিত, এতে মানবাধিকার বিনষ্টের নামও নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন," আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসারে আপনি বিচার করুন. আর আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, এবং আল্লাহ যা আপনার কাছে নাযিল করেছে তার ব্যাপারে তারা আপনাকে বিপর্যস্ত করা হতে আপনি সতর্ক থাকুন। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনার কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। নিশ্চয়ই অনেক মানুষ পাপাচারী বা অবাধ্য।তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান কামনা করে? আল্লার চেয়ে দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম বিধান দানকারী আর কে আছে?" [সূরা আল মায়েদাহ-৪৯,৫০]

হে মানুষ সকল ! আল্লাহর অপরিসীম নেআমত তোমাদের এবং আমাদের

উপর রয়েছে কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । আর তার শোকরিয়া হচ্ছে তার তাক্বওয়া অবলম্বন ও দ্বীনের উপর অবিচল থাকার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন," আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব।" [সূরা ইবরাহীম-৭]

এ সব নেআমতের শোকরিয়া করা অর্থ হচ্ছে আমরা গতকালের চেয়ে আজকে আরও ভালো অবস্থায় থাকা , আজকের চেয়ে আগামী কাল আরও ভালো অবস্থায় উন্নীত হওয়া কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনের প্রথম সূরাতে আমাদেরকে তাক্বওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আবার সর্বশেষ আয়াতেও তাক্বওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনিভাবে কুরআনের অনেক আয়াতে এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারি।আল্লাহ বলেন," আর উত্তম পরিণতি হচ্ছে মুত্তাকিদের জন্য।" [সূরা আল কাসাস-৮৩]

ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা এবং আমাদের সামাজিক চিরাচরিত নিয়মনীতি টার্গেট করে যত চ্যালেঞ্জ আসুক এর মোকাবেলায় আমাদের দ্বীন আমাদেরকে শাসকদের সাথে একদেহ একমন হয়ে সারিবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ দেয়। বরং এ দেশের জন্য গোটা পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর সহযোগিতা করার হক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন," তোমরা পুণ্য ও তাক্বওয়ার ভিত্তিদতেদ পরস্পর সহযোগিতা কর , আর পাপকর্ম ও সীমা লঙ্ঘনের উপর পরস্পর সহযোগিতা করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী।" [সূরা আল মায়েদাহ-২]

আল্লাহ বলেন," আর তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও মতবিরোধ করেছে আর তাদের জন্য নির্ধারিত আছে মহাশাস্তি।"[সূরা আলে ইমরান- ১০৫]

আল্লাহ বলেন," আর সেদিন কে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে তারপর প্রত্যেককে সে যা করেছে তার পাওনা ফুরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না।"[সূরা আল বাক্বারাহ- ২৮১]

হে আল্লাহর বান্দাহগণ। বান্দাহ যতই নেক কাজ করুক, যতই হারাম হতে দূরে থাকুক সে আল্লাহর নেআমতের শোকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু বান্দার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার উপর আল্লাহর নেআমত সম্পর্কে জানবে ও বুঝবে এবং ইখলাস ও সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের প্রচেষ্টা করে যাবে। শোকরিয়া করার অন্যতম দিক হচ্ছে

নেআমত সম্পর্কে বর্ণনা করা বা মুখে বলা । আল্লাহ বলেন," আর আপনার রবের নেআমত সম্পর্কে বলুন।" [সূরা আদ দোহা - ১১]

নেআমত দান কারীর ভালোবাসার মাধ্যমেও ওশকরিয়া করা হয়ে থাকে। কাজ, নেক আমল , অকিরিক্ত আনুগত্য ও নেআমতকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ব্যবহার করার মাধ্যমেও আল্লাহর শোকরিয়া করা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন," হে দাউদ পরিবার শোকরিয়ার নিমিত্তে কাজ কর আর আমার শোকরগুজার বান্দাহ তো কম।" [সূরা সাবা- ১৩]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাঃ) কে বলেন," হে আয়েশা আমি কি শোকরগুজার বান্দাহ হব না?

হে আল্লাহর বান্দাহরা ! কবরে বসবাস করার আগেই নিজেদের হিসাব নিজেরা করে নাও। কঠিন শাস্তি হতে যা তোমাদের রক্ষা করতে পারে এমন নেক কাজ নিজেদের জন্য অগ্রিম পেশ কর। আল্লাহ বলেন," এবং কিয়ামতে ব্যাপার তো চোখের পলকের মত বরং এর চেয়েও নিকটবর্তী..[সূরা আন নাহাল - ৭৭]

www.alharamainonline.org